Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2025
DOI: https://doi.org/10.52805/bjit.v21i2.331

বাঙ্গালী মুসলিমদের পুনর্জাগরণে হাজী শরীয়তুল্লাহ-এর অবদান: একটি পর্যালোচনা
(Contribution of Haji Shariatullah to Bengali Muslim Revival: An Analysis)

Md. Bani Eamin Miazee[1]

ABSTRACT

The role of the Muslim leaders of this subcontinent in the social, economic, religious and political progress of the Indian subcontinent is immense and unparalleled. In particular, Haji Shariatullah's contribution and role in the reawakening of Bengali Muslims was important and prominent.But some historians and researchers have resorted to information gaps in presenting the timeless ideals and contributions of Haji Shariatullah. The Faraji movement founded and led by him was continued by Jaban as an anti-Hindu and anti-English movement. Many more such misleading information has been spread. Which is given wrong information about Haji Shariatullah.Therefore, the help of various research papers and reliable books has been taken in mentioning the real contribution of Haji Shariatullah in this article. Information regarding his career and contributions has been verified and written. He and his companions were subjected to various tortures including imprisonment for propagating the true teachings of the Holy Quran and Hadith, nurturing and organizing the vast masses of Bengal as an independent nation.The seeds of religious, political rights and independence of Bengali Muslims which he sowed in the course of time transformed into Bengal's freedom and rights and national liberation movement.However, in writing this article, an attempt has been made to present correct information about the social reformer Haji Shariatullah from the writings of various scholars.The purpose of writing this article is to present the real truth by mentioning the real history of Haji Shariatullah and highlighting his real role and contribution to the new generation. So that in the future, Haji Shariatullah's glorious information and data will be revealed and blossomed like daylight to the public at all levels, and the darkness will disappear and the formation of a new enlightened society and nation will be possible-successful and profitable. Ethnically we can be more conscious and aware of our lost golden past, history and traditions. Then this small effort of mine will be successful and beneficial, inshallah.

KEYWORDS

Bengali,
Haji Shariatullah,
Darul Harab,
contribution,
awakening,
movement
and submission

[1] *Senior Lecturer (Arabic), Center for General Education, Bangladesh Islami University,* banieamin82@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা অপরিসীম ও অতুলনীয়। বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলিমদের পুনর্জাগরণে হাজী শরীয়তুল্লাহর অবদান ও ভূমিকা ছিল মূখ্য ও অগ্রগণ্য। কিন্তু হাজী শরীয়তুল্লাহর কালজয়ী আদর্শ ও অবদান সমূহ কে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কোন কোন ঐতিহাসিক ও গবেষক তথ্য বিভ্রাটের আশ্রয় নিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ফরায়েজী আন্দোলন জবন কর্তৃক হিন্দু ও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনবলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আরো অসংখ্য বিভ্রান্তি মূলক তথ্য ছড়ানো হয়েছে। যা হাজী শরীয়তুল্লাহ সর্ম্পকে ভুল তথ্যই প্রদান করা হয়েছে। তাই এ প্রবন্ধে হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রকৃত অবদান উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষনাপত্র ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সহায়তা গ্রহন করা হয়েছে। তাঁর কর্মময় জীবন ও অবদান উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তথ্য উপাত্ত যাচাই করে লেখা হয়েছে।তিনি ও তাঁর সঙ্গী সাথীগন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার-প্রসার, প্রতিপালন ও স্বাধীন জাতি হিসাবে বাংলার আপামর জনসাধারানকে সুসংগঠিত করায় কারাবরনসহ বিভিন্ন অত্যাচারের শিকার হন। বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও স্বাধীনতার যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন কালের বিবর্তনে সেটি বাংলার স্বাধীনতা ও অধিকার আদায় ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। তবে এ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রেসমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহর সম্পর্কে বিভিন্ন মনিষীদের লেখা থেকে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য হলো হাজী শরীয়তুল্লাহর আসল ইতিহাস উল্লেখ করে তাঁরপ্রকৃত ভূমিকা ও অবদান নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরে প্রকৃত সত্যকে উপস্থাপন করা। যাতে করে আগামীতে সর্বস্তরের জনসাধারনের নিকট হাজী শরীয়তুল্লাহর গৌরবগাঁথা তথ্য ও উপাত্ত দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে অন্ধকার দুরীভুত হয় এবং নতুন আলোকিত সমাজ ও জাতি গঠন সম্ভব-সফল ও স্বার্থক হয়। জাতিগত ভাবে আমরা আমাদের হারানো সোনালী অতীত, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আরো সজাগ ও সচেতন হতে পারি। তাহলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সফল ও সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

মূল শব্দ: *বাঙ্গালী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দারুল হা'রব, অবদান, জাগরণ, আন্দোলন ও জুমা'।*

ভূমিকা

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা,বাংলার কৃষকদের মধ্যমণি ও আধ্যাত্মিক সাধকদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, শিরক বিদয়াতের মূলউৎপাটনকারী, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের আশ্রয়স্থল, নীলকর ও জমিদারদের ত্রাস,স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষক ও ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। আজকের দিনে মুসলিম জাতি সত্ত্বার পরিচয় আমরা অত্যান্ত গর্বের সাথে সবার সামনে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছি। অথচ এ উপমহাদেশে নিকট অতীতে বিশেষ করে ইংরেজ শাসনামলে মুসলিম হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেওয়া মানে ছিল নিশ্চিত বিপদের ঝুঁকির মুখে নিজেকে নিপতিত করা। এই উপমহাদেশের মুসলিম শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত করার পূর্বে ইংরেজগণ সমগ্র ভারতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। দীর্ঘ মেয়াদী নির্যাতন নিস্পেষণের ফলে সারাদেশে কারো মধ্যে প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেওয়ার সাহস ছিলনা যে,বিদেশীদের শাসনাধীন ভারত হচ্ছে দারুল হা'রব, যেখানে শরীয়তের বিধান পালনের জন্য জিহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য্য কর্তব্য। যুগে যুগে এ উপমহাদেশের সাধারণ জনগনের উপর জুলুম নির্যাতন হয়েছে। আজও আধুনিক সভ্যতার এ যুগে নির্যাতনের এ

ধারা অব্যাহত রয়েছে। অথচ যার অবদানের কারণে নির্যাতন কারীরা পরাজিত হয়ে এ উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আর আমাদের এ জাতির ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জল করেছে তাঁর আত্মজীবনী ও অবদানকে সঠিক ভাবে উল্লেখ ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়না। হাজী শরীয়তুল্লাহ কে নিয়ে এ যাবৎ যে সকল গবেষণা ও লেখা লেখি হয়েছে , এর মাধ্যমে তাঁর সংস্কার মূলক যে সকল কার্যাবলী গোটা জাতিকে জাগ্রত করেছিল সে সকল বিষয়গুলো ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। অথচ এ উপমহাদেশে মুসলিমদের পূনর্জাগরণে যার চিন্তা সূচনায় কাজ করেছিল, হৃতোদ্যম পরাজিত মুসলিম জাতি আত্মপরিচয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেতনা ও অনুপ্রেরণা যার মাধ্যমে পেয়েছিল তাঁর জীবনী ও অবদান নতুন প্রজন্মের নিকট সঠিক ভাবে তুলে ধরা সময়ের অনিবার্য বাস্তব সম্মত দাবী। যার অবদান ও ভূমিকার কারণে বাঙ্গলার মুসলিম সমাজ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবে উপমহাদেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং তারও পূর্বে যে অনুপ্রেরণা ১৮৩১ সালে তাদেরকে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অটল রেখেছিল, সে ব্যক্তির সংস্কার মূলক কার্যাবলী সম্পর্কে আজকের ও আগামী প্রজম্মের নিকটে সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করা না হলে আগামী প্রজম্ম হাজী শরীয়তুল্লাহর অবদানের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অন্ধকারেই থেকে যাবে। তাই আজকের সমস্যা কবলিত এ জনপদে বর্তমান পরিস্থিতিতে হাজী শরীয়তুল্লাহর মত ব্যক্তির একান্ত প্রয়োজন। এ উপমহাদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহর শরীয়া'হ আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ফরায়েজী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা, সমাজ থেকে সকল প্রকার শিরক, বিদয়াত দূর করণ, জুলুম নির্যাতনের মূলোৎপাটন ও শান্তিপূর্ণ সুন্দর আদর্শ সমাজ বির্নিমানের দিক নির্দেশনা স্পষ্ট করে তুলে ধরেএ প্রবন্ধে উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনামলে মুসলিমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

১৭৫৭ সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম জাতি পরাধীনতার শিকলে বন্দি হয়ে ইংরেজদের গোলামীতে আবদ্ধ হয়। সে সময় থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জাতি ইংরেজ জাতি কর্তৃক সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে র্নিযাতিত, বঞ্চিত, নিস্পেষিত ও নিগ্রিহীত হতে থাকে। নির্যাতনের এ ধারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের প্রভাবে ইংরেজদের সহায়ক শক্তি হিসাবে উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও জমিদারী গ্রহনের সুবাদে ফসলের খাজনা আদায়সহ নানান অযুহাতে মুসলিমদের উপর র্নিযাতনের ষ্টীমরোলার চালাতে থাকে। ১৮৩১ সালে মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভীর বালাকোট প্রান্তরে পরাজয় বরণ করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলিমদের চুড়ান্ত পতন ঘটল। বিজয়ী ইংরেজ ও তাদের সহযোগীরা সর্বপ্রথম আঘাত হানলো মুসলিম জনসাধারনের উপর। চাকুরী, শিক্ষা ও অর্থোপার্জনের সকল সুবিধা থেকে মুসলিমদেরকে বাদ দেয়া হলো। ভারতে মুসলিম রাজশক্তি ও শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে অতি শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করল। দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরে শরীয়া'হ বিরোধী অনৈসলামিক আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটে। (Siddik, 2004:65) অগনিত মসজিদ ও মাদ্রাসা ধবংস করে ধবংসস্তুপে পরিনত করা হয়েছিল। জুলুম নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালানো হলো। কোন কোন এলাকায় আযান ও গরু জবাই নিষিদ্ধ করা হলো। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা ভারতবর্ষে শাসক হিসাবে নীলচাষী, ফকির বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে মুসলিমদের উপর র্নিযাতন অব্যাহত রাখে।

গবেষকদের মন্তব্য

উইলিয়াম হান্টারের মতে: "১৮৫০-১৮৫৭ সালের মধ্যে আমরা ১৬ বার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছি। তার জন্য ৩৩,০০০ সৈন্যের প্রয়ান হয়েছে। ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের সংখ্যা ছিল ২০ টির অধিক, তার জন্য দরকার হয়েছে ৬০,০০০ স্থায়ী সৈন্যের। তাছাড়া অস্থায়ী সৈন্য, পুলিশতো আছেই। ১৮৫৭ সালে তারা একজোট হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা স্পর্ধার সংঙ্গে ব্রিটিশ কতৃপক্ষেরই সাহায্য চেয়ে বসল তাদের যাকাত আদায় করে দিতে। আমাদের অস্বীকারে তারা জ্বলে উঠল। তীব্র গতিতে আমাদের এলাকায় হামলা করে সহকর্মী কমিশনার লেফটেনেন্ট হর্ন সাহেবের শিবিরে রাত্রিকালে এমন আক্রমন চালালো যে, তিনি অতি কষ্টে পালয়ন করে প্রাণে বাঁচলেন। ১৮৩৩ সালে দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয়েছিল। কিছুটা অসুবিধার পর আমাদের সৈন্যদল বিদ্রোহী জাতিগুলোর গ্রাম সমূহ জ্বালিয়ে দেয়, তাদের ২টি প্রসিদ্ধ কিল্লা উড়িয়ে দেয় এবং সিতানার বিদ্রোহী বসতি ধ্বংস করে দেয়। বিদ্রোহীরা কিন্তু মহায়ন পর্বতের জঙ্গলে আত্নগোপন করে রইলো এবং তাদের শক্তি এমনই অক্ষুন্ন রইল যে, স্থানীয় আদি জাতি তাদের কে মুলকায় একটানতুন বসতি করবার অনুমতি ও দিল।"(Muhammad, 2015:63)মুসলিমদেরকে গোলামীর শৃংঙ্খলে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহন থেকে ও বঞ্চিত করা হলো। তার অংশ হিসাবে ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে কর্তৃক পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত হলো ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা। উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতনের পর 'লর্ড মেকলে' বলেছিলেন"আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা রেখে যাচ্ছি,যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই উপমহাদেশের লোকেরা আকৃতিতে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা চেতনায় হবে ইংরেজ–বৃটিশ। যাতে মুসলিমরা নামে মাত্র মুসলিম থাকে এবং বৈশিষ্ট্যে হয় অমুসলিম।"

এক পরিসংখ্যান মতে- আজাদী হাসিল হওয়া পর্যন্ত ২০ হাজার মুসলিম এ মুক্তি সংগ্রামে শাহাদাত বরণ করেন। ১৮৫৭ সালের ইংরেজ বিরোধী জিহাদের মূলে ছিল ইসলামী চেতনা। আর তার অন্যতম নায়ক ছিলেন, আমীরে মুজাহিদীন- হাজী এমদাদুল্লাহ, প্রধান সেনাপতি- মাওলানা রশিদ আহমদ গাংঙ্গোহী। হিন্দু ও মুসলিম আন্দোলনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিন্দু সংস্কারকগন ছিলেন উচুঁ ও মধ্যভিত্ব শ্রেণীভুক্ত আর মুসলিম সংস্কারকগণ ছিলেন নিম্ন শ্রেণীভুক্ত। মুসলিম মিল্লাতের সার্বিক পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে হাজী শরীয়তুল্লাহ এগিয়ে এসে আন্দোলনের সূচনা করলেন এবং সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করে এই উপমহাদেশের মুসলিম ও সাধারণ জনসাধারণকে ইংরেজদের নির্যাতন থেকে মুক্ত করলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণে হাজী শরীয়তুল্লাহর সাধনা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে শান্তিপূর্ণ মুসলিম জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়ে পরবর্তী কালে তৎকালীন বাংলার পূর্বাঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশে) হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তার পুত্র মহসেন উদ্দীন দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে উঠে। এসংস্কার আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আসে ৩ জন প্রসিদ্ধ ব্যাক্তির জীবনাদর্শ থেকে তারা হলেন, ১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র:) ২. সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র:) ৩. মক্কার আব্দুল ওহাব (র:) এর অনুসৃত পথ থেকে। বাংলার এ আন্দোলন অচিরেই ভুম্যধিকারী এবং স্থানীয় প্রশাসন বিরোধী কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ লাভ করে। হাজী শরীয়তুল্লাহ আদর্শগত ভাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহর নির্দেশিত পথকেই অনুসরণ করেন। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের প্রভাবে পুরোনো মুসলিম জমিদারগন তাদের জমিদারী বিক্রি করতে বাধ্য হন। সেই জমিদারীগুলো কিনে নেন সম্পদশালী হিন্দু দেওয়ান, গোমস্তা

ও ব্যবসায়ীগন। অন্যদিকে মুসলিম জাতি হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতমূলক কাজে ছেয়ে যায় তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ। এ সময়ের মুসলিম সমাজের জন প্রিয় আচার আচরণ গুলো ইতিহাস গবেষক ড.মুঈন উদ-দীন আহমদ খান পাচঁ ভাগে চিহ্নিত করেছেন। এক. পীরতন্ত্র, দুই. সুফীতন্ত্র, তিন. বহিরাগত মুসলিম দ্বারা বিভিন্ন উৎসব ও সামাজিক প্রথা, চার. বাংলার সুফী সমাজে শিয়াদের প্রভাব, এবং পাচঁ. স্থানীয় আচার আচরণ গ্রহণ। (Khan, 2007)

মুসলিম সমাজের করুণ অবস্থা

শিক্ষা দীক্ষা ও সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে দুরে থাকায় মুসলিমদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ধীরে ধীরে অধঃপতিত হতে থাকে। উচ্চশ্রেণীর মুসলিম পরিবারগুলো সুযোগ সুবিধা হারানোর ফলে পর্যায়ক্রমে অনেক সমস্যার সন্মুখীন হতে থাকে। নিন্মের মন্তব্য থেকে সে সময়ের মুসণিম সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে।খাঁন মোহাম্মদ তার গ্রন্থে বর্ননা দিয়েছেন এভাবে, অন্যান্য জাতির পাশাপাশি মুসলিম জাতির মধ্যে সামাজিক বৈষম্যও প্রকট আকার ধারন করে। বহিরাগত মুসলিমরা নিজেদেরকে অভিজাত মনে করে ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরকে নীচু শ্রেণী হিসেবে গন্য করতেন। এমনকি বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রেও তারা নিম্নশ্রেণীর মুসলিমদের এড়িয়ে হিন্দুদের অগ্রাধিকার দিতেন। শিক্ষাদীক্ষার অভাব এবং ধর্মান্তরিতকরনের মাধ্যমে হিন্দুদের জাতি-বর্ণ-শ্রেণী ব্যবস্থা মুসলিম সমাজেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। (Muhammad,2015)

৫. হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী (১৭৮১-১৮৩৯)

ক. জন্ম ও শৈশব কাল

১৭৮১খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১১৮৬ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা আব্দুল জলিল তালুকদার। তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তরগত মাদারীপুর মহাকুমার শামাইল গ্রামে বর্তমান ফরিদপুরের বাহাদুরপুরে এক সমভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জম্ম। পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারনে মুর্শিদাবাদ থেকে চাচা আশিকুল্লাহর সাথে নৌকা যোগে পদ্মা নদী পাড়ী দিয়ে শরীয়তপুরে আগমন করেন। ৮ বছর বয়সে পিতা ইন্তিকাল করেন । পরে চাচা আজীম তালুকদারের তত্বাবধানে লালিত পালিত হন । (Kismoty, 1988:18)

খ. বংশ তালিকা

> হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)
> মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া, (১৮১৯-১৮৬২)
> সাইজ উদ্দীন আহমদ,(১৮৫৬-১৯০৬)
> পীর বাদশা মিয়া (১৮৮৪-১৯৫৯)
> পীর মহসীনুদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া) (১৯১৭-১৯৯৭)
> পীর মুসলেহ উদ্দীন আবু বকর মিয়া (১৯৪৬-২০০২)
> পীরজাদা হাজী শরফুদ্দীন আহমদ
> আবা খালেদ রাজী (পীর বাদশা মিয়া),
> আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ হাসান (বর্তমান)
> সরফুদ্দীন আহমাদ (জোনায়েদ)
> রশীদ উদ্দীন আহমদ (ইয়াহইয়া), (Mosharaf Hossain Khan, August 1995:77)

গ. শিক্ষা জীবন

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ বছর বয়সে লেখা পড়ার উদ্দেশে কলকাতায় চলে যান। সেখানে মাওলানা বাশারত আলীর নিকট লেখা পড়া শিখেন। মাওলানা বাশারত আলী তার লেখা পড়ার ব্যয় ভার গ্রহণ করেন। তার কাছে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা শেষ করে ভারতের হুগলী জেলার ফুরফুরাতে আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। এরপর তিনি মুরর্শিদাবাদ কোর্টের কর্মকর্তা তারঁ চাচা মুহাম্মদ আশিকুল্লাহর কাছে আরবী ও ফারসি ভাষার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। মুর্শিদাবাদে এক বছর থাকার পর তিনি তাঁর চাচা-চাচীর সঙ্গে নিজ মাতৃভূমি শামাইল গ্রামের উদ্দেশ্য রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাদের বহনকারী পালতোলা নৌকাটি ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে যান। কিন্তু চাচা-চাচীর কোন হদিস না পেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে শামাইলে এসে পৌঁছেন। তার পর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৮বছর বয়সে মাওলানা বাশারত আলীর সাথে মক্কায় গমন করেন। (Khan, 2007) ১৮০২ সালে বাংলায় এসে পুনরায় ১৮২০ সালে মক্কায় ফিরে যান। সেখানে তিনি কাদেরিয়া ত্বরিকার মুরিদ হন। পরবর্তীতে বাংলা্য় আগমন করলে লোকেরা তাঁকে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার কারণে 'কুতুবুল বাঙ্গাল' উপাধী প্রদান করেন।২০ বছর সেখানে অবস্থান করে বিভিন্ন আলিমদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। M A Khan বলেন: "Shariatullah read for a year under his uncle Ashiq Miyan who served at Morsidabad. When Ashiq Miyan died, Shariatullah came to Calcutta and accompanied his teacher Basarat Ali to Mecca in 1799". (M A Khan ,P.1-4)

ঘ. উচ্চ শিক্ষা

হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাধীতে উৎকীর্ণ শিলালিপি, তৎকালীন সমাজে প্রচলিত দুরর-ই-মুহাম্মদ পুথিঁ, আবদুল হালিম রচিত হাজীশরীয়তুল্লাহর (পান্ডুলিপি) এবং ওয়াজির আলীর মুসলিম রত্নহার ইত্যাদি তথ্য থেকে হাজী শরীয়তুল্লাহর উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সে আলোকে তার শিক্ষা জীবনকে তিন টি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. মক্কায় অবস্থান কালে মাওলানা মুরাদের কাছে আরবি সাহিত্য ও ইসলামী আইন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

২. সেখানে ছোট হানাফী নামে প্রসিদ্ধ মাওলানা তাহের চোম্বলের নিকট বায়াত গ্রহন করেন। ইংরেজ শাসিত মুসলিম জাতির মধ্যে তখন শিরক, বিদয়াত ও কুসংস্কার বিস্তার লাভ করেছিল। তাই সেখানে তিনি ১৪ বছর এ সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

৩. মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় গমন করেন। সেখানে তিনি ১৮১৮-১৮২০ সাল পর্যন্ত দুই বছর অবস্থান করে তাঁর জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করে মক্কায় ফিরে আসেন (Khan, 2007) ।

ঙ. হাজী শরীয়তুল্লাহর পারিবারিক জীবন

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮১৮ সালে নেয়ামত ওরফে নিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার ঔরসে ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তি ১৮১৯ সালে মহসিনুদ্দীন দুদু মিয়ার জন্ম হয়। যিনি পরবর্তী কালে পিতার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ফরায়েজী আন্দোলন সফলতার সাথে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

চ. দেশে প্রত্যাবর্তন ও আদর্শিক দ্বন্দের সূচনা

হাজী শরীয়তুল্লাহর দেশে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে 'জেমস ওয়াইজ'তাঁর গ্রন্থে বর্ননা করেছেন, একদল ডাকাত তাঁর স্মৃতিবিজড়িত অনেক জিনিস পত্র, বই পুস্তক সমূহ ছিনিয়ে নেয়। বই পুস্তক ছাড়া জীবন অসহনীয় হবে মনে করে তিনি ডাকাত দলের সাথে যোগদান করেন। তাঁর ধর্মীয় সচেতনা দেখে ডাকাত দলের লোকদের চেতনা জাগ্রত হয়। তারা তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে যায়। জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন যে, এভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রাথমিক সংস্কারের কাজ শুরুহয় (Wise, 1883:22)।

আব্দুল হালিম তার রচিত জীবনী সম্পর্কিত পান্ডুলিপিতে বর্ননা করেছেন যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন বাড়ীতে আসেন তখন তার লম্বা দাঁড়ি ও পাগড়ীর জন্য কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁকে দেখতে উৎসাহী অনেক লোক বাড়ীতে জড়ো হয়। তখন মাগরিবের নামাজের সময় হলে তিনি আযান দিয়ে তাদেরকে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য আহবান করেন। কিন্তু তারা সবাই নামাজ আদায় না করেই চলে যায়। তাদের ধর্মীয় উদাসীনতা তাঁকে কষ্ট দেয়। এরপর সেই রাতেই তাঁর অসুস্থ মুমূর্ষ চাচা আজিম উদ্দীন মারা গেলে তিনি আরেকটি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে দুঃখ বোধ করেন। কারণ, মৃতব্যক্তির দাফনের সময় যেসব অনৈসলামিক আচার-আচরণ সমাজে প্রচলিত ছিল হাজী শরীয়তুল্লাহ তাতে আপত্তি জানালে গ্রামবাসীরা দাফন কাজে অসহযোগিতা করে। এই ঘটনায় তিনি পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেন। ঐ দিন থেকেই তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলন নিজ গ্রাম থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহেও প্রচার করতে থাকেন (Khan, 2007)।

ছ. ফরায়েজী আন্দোলনের পটভূমি

বাংলার মুসলিমদের মাঝে বেশ কিছু সংখ্যক ছিল ধর্মান্তরিত। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তারা ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ বা প্রকৃতি পূঁজারী। তাই মুসলিম হওয়ার পরেও স্বাভাবিক ভাবে তাদের পূর্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক কিছু থেকে যায়। তার প্রতিফলন দেখা দেয় জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এগুলো প্রকট হয়ে ওঠে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে। মক্কায় অবস্থান কালে হাজী শরীয়তুল্লাহ ওহাবী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলার মুসলমানরা প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। তাই দেশে ফিরে এসে তিনি মুসলিম সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই কারণে তিনি ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। এ সম্পর্কে A R Mallick বলেছেন: "In the beginning of the nineteeth century two important reform movements were started in India. One was Tariqa-e-Muhammadia established by Sayyid Ahmed Shahid. The other was the Faraidi movement in Bengal, introduced by Haji Shariatullah. Although the doctrines and tenets of both these movenents appear to be analogous to those of the puritanical movement founded by Muhammed ibn Abdul wahabin Arabia, there are fundamental differences between them". (Mallick: 206)

জ. ফরায়েজী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা

ফরায়েজী আন্দোলন হলো একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন যা ১৯ শতকের প্রথম দিকে ১৮২৪ সালে সূচিত হয়েছিল। ফরায়েজী আন্দোলনের মুখপাত্র ছিলেন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ।

ইসলামের অবশ্য করনীয় কাজকে বলে ফরজ। এই ফরজ শব্দ থেকেই ফরায়েজী এসেছে। ফরায়েজী আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের অধিকার আদায় আন্দোলনে রূপ লাভ করে। (Ali, 2018:49) হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরিদপুর ও তার আশপাশের অঞ্চলে সংগঠিত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। (MUNA, 2015) ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের কে জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। (Muin-ud-din Ahmad Khan, 2015) এই আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন ``For several years Shariatullah quietly disseminated his new doctrines in the villages of his native district, encountering much opposition and abuse, but, attracting a band of devoted adherents, he by degrees acquired the reputation of a holy man.'' (Wise, 1883:22) ভারতীয় উপমহাদেশে মানবতার মুক্তি ও শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠায় যে সকল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার গোড়ায় নেতৃত্বে ছিলেন সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে সর্ব সাধারণ অধিকার আদায়ে একত্রিত হতে থাকে। চুড়ান্ত বিজয় অর্জনের প্রত্যাশায় অমুসলিম নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ও এ আন্দোলনে স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করে । কারণ, নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ও উচ্চ বর্ণের হিন্দু জমিদারদের দ্বারা নিগৃহীত ও অধিকার হারা হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজুদৌলার পতনের মাধ্যমে ইংরেজদের উত্থান শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমদের স্বতন্ত্র ভূখন্ড দাবীর বাস্তবায়ন হয়। এর মাধ্যমে মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হয়।

ঝ.ফরায়েজীআন্দোলনের লক্ষ্য

ফরায়েজী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ বাংলার ধর্মীয় আন্দোলন গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা পরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিমদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলিমদের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি ও ধর্মীয় বিষয়গুলো ঠিকমতো পালন করানোর লক্ষ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন।

ঞ. ফরায়েজী আন্দোলনে হাজী শরীয়তুল্লাহর অবদান

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ । হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক অধঃপতন লক্ষ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলিমরা ইসলামের ফরজ বিধানগুলো ঠিকমতো পালন না করলে তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি হবে না। মুসলমানদের ইমানী শক্তি বৃদ্ধি করে ব্রিটিশদের অন্যায় অপশাসনের প্রতিবাদ করার জন্য তাদের তৈরি করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। James Wise এর মতে, "Shariatullah was admired by his countrymen who venerated him as a father able advise them in seasons of adversity and give consolation in times of affliction". (Wise, 1883: 23)

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসনে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে চরম দুর্দশাকর অবস্থার সৃষ্টি হলে হাজী শরীয়তুল্লাহ বিভিন্নভাবে তাঁর আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করেন। তিনি যা যা করেছিলেন, তার সারাংশ উল্লেখ করা হলো :

১. ধর্মীয় বিধিবিধানের গুরুত্ব বর্ণনা

মুসলিমদের ধর্মীয় বিধিনিষেধের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করে ফরজ পালনের তাগিদ দেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক গবেষক জেমস টেইলর কুসংস্কার সমূহের তালিকা করেন যার মধ্যে ছিলো ছুটিপট্টি এবং চিল্লা। যেগুলো শিশুর জন্ম এবং দাফনে ব্যবহার করেতেন । তিনি এইসব বিলুপ্ত করেন মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে কুসংস্কার কী ভূমিকা রাখে, তা বুঝিয়ে পরিহার করতে উৎসাহী করেন। H Beveridge লিখেছেন,"No doubt they are more vigorous and less tractable than ordinary Muhamedans, but this need not be a disadvantage in their character. They have no music in their marriage, they do not reverence saints." (H Beveridge, P.254-255)

২. নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে ধারণা

নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তাঁর আহবানে সাঁড়া দিয়ে কৃষক সমাজ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

৩.ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপশাসন সম্পর্কে ধারণা

মুসলিমদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসন, তা তিনি জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করে সফল হন।

৪.কোম্পানির অবিচার বিষয়ে জনমত

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নির্বিচারের কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করছে, অপরাধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে এসব বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করেন।

৫. ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রচার

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য জনগণের মাঝে প্রচার করেন। জনগণ তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ১৮২৭ সালে তাঁর দাওয়াতীকাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তিনি যাবতীয় কুসংস্কার বর্জিত নির্ভেজাল পন্থায় ইসলামের প্রাণসত্মা কে তুলে ধরেন। ফরায়েজী আন্দোলনের সফলতা হলো এ আন্দোলন এ দেশের ঝিমিয়ে পড়া মানুষদের বিশেষ করে মুসলিমদের ইসলামী চেতনাকে প্রজ্বলিত করেছিল । আল্লাহ ছাড়া সকল শক্তিকে অস্বীকার করার শিক্ষা দিয়েছিল। যার ফলে মুসলিমদের উপর ইংরেজ সরকার এবং হিন্দু জমিদারগন যে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই জুলুম নির্যাতন তারা রুখে দাঁড়াল। (Kismoty, 1988:20)

৬. ফরায়েজী আন্দোলনের সংবিধান

ফরায়েজী আন্দোলনের সংবিধানের মূলনীতি সমূহ ছিল নিম্নরুপঃ

১. আল কোরআন **২.** আল হাদীস **৩.** হানাফী মাজহাব **৪.** ইসলামের ফারায়েজ **৫** . কালিমা, নামাজ, রোজা ও হজ্জ।

৭. ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিকূলতা

হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তাঁর অসাধরণ জনপ্রিয়তা দেখে কায়েমী সার্থবাদী হিন্দু জমিদার মহাজনদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিল। মুসলিম চাষীকূলের উপর জুলুম অত্যাচার চালিয়ে তারা যে অর্থের পাহাড় গড়েছিল শরীয়তুল্লাহর প্রচন্ড ধাক্কায় তা ধসে পড়তে পারে। এটাই ছিল

তাদের উদ্বেগের কারণ। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ২২ শে এপ্রিল সংখ্যায় সমাচার দর্পন পত্রিকায় তাদের কুৎসার প্রমাণ পাওয়া যায়। “ইদানিং জিলা ফরিদপুরের অন্তরগত শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে শরীয়তুল্লাহ নামক এক 'জবন' বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২,০০০ জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক শরা জারি করিয়া তদচতুর্দিকস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও করিয়া দেবদেবী পুঁজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জেলা ঢাকায় অন্তঃপতি মুলফতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুজয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়েছে। আমি বোধ করি শরীয়তুল্লাহ জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর প্রবল হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেন।” এ অভিযোগ পত্র থেকে হাজী শরীয়তুল্লাহ তার আন্দোলন এবং অনুসারীদের ব্যাপারে হিন্দু জমিদারদের ষড়যন্ত্রের মাত্রা সহজেই আচঁ করা চলে। এর সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জাগরণ বিরোধী এ অভিযানে খ্রিষ্টান অনুসারীরা কিভাবে হিন্দুদের সাথে একযোগে কাজ করেছে। (Kismoty, 23-24) ১৮৩৯ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ শহরে হাঙ্হামা করার কারণে একাধিকবার পুলিশের কাছে বন্দি হন।হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে হিন্দুদের পূজায় বাধা দেওয়া , দেব দেবীর নামে চাঁদা দানে বাঁধাদান ও সরকার কে টেক্র প্রদানে নিষেদ করেন (Taylor,1840:11)।

৮. ফরায়েজীদের প্রতি নির্যাতন

ফরায়েজীদের প্রতি নির্যাতনের ধরন ছিল বিভিন্ন। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালে হাজার হাজার ফরায়েজী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করে। তাদের অনেক নেতা কে বন্দি করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে পাঠানো হয়।মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী সহ অনেক নেতাকে আর দেশে আসতে দেওয়া হয়নি। সেখানকার কালো, বিষাক্ত পানি ও খাবার যা ছিল জীবন ধারনের সম্পূর্ন অনুপযোগী। অনেক নেতাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। ঢাকার বর্তমান ভিক্টোরিয়া পার্কে ৪৬ জন ফরায়েজীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যাকরে। এক বছরের বেশি সময় লাশগুলিকে ঝুলিয়ে রাখা হলো (Faisal, 2010:25) ।

৯. জমিদারদের বিরোধীতা

হাজী শরীয়তুল্লাহ সকল করের মধ্যে শ্রাদ্ধ খরচা, পৈতা খরচা, রথ খরচা এবং দূর্গা বৃত্তি করসমূহ পরিশোধের বিরোধীতা করেন। তারমতে, এসব কর পরিশোধ করা পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দেয়ার নামান্তর । তাই তিনি ফরায়েজী কৃষকদেরকে ইসলামী মূল্যেবোধ বিরোধী এসব কর প্রদান করতে নিষেধ করেন। তার এই নিষেধাজ্ঞা জমিদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত হানে। তাই এর পাল্টা ব্যাবস্থা হিসেবে ফরাযেজীদের উপর দাঁড়ি কর আরোপ করে। এর ফলে হিন্দু জমিদার ফরায়েজী কৃষক সমাজের বৈরী সম্পর্ক আরো তীব্র হয় এবং সংঘাত অনিবার্য হয়ে যায়। ১৮৩১ সালের শুরুতে তিনি ফরায়েজী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তাঁর এই কর্মসূচীতে জমিদারগন আতংঙ্কগ্রস্ত হয়ে তা প্রতিহত করতে বিভিন্ন কুট কৌশলের আশ্রায় নেন। ড. মঈন উদ্দিন আহমাদ খান `Social history of the Muslims Bangladesh under the British Rule' গ্রন্থে বলেন “He was accused by the Hindu zamindiars of attacking a Hindu termple, breaking idols, terrorizing the Hindu population by the aggressiveness of himself and his followers as well as disrupting the muslim society by preaching Wahhabi doctrines, declearing British India as an abode of war (Darul Harb) and entertaining the fanatic ambition of re-estalishing the Badshahi of the Muslims.” (Khan, 1992:88)

হাজী শরীয়তুল্লাহর কার্যাবলী

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খাঁন ফরায়েজী আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করে তাদের ধর্মীয় আদর্শের পাঁচটি নীতিমালা চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো:

১. মুসলিমদের তওবার প্রতি আহবান।

২. ইসলামের ফরজ আহকাম পালনের আহবান।

৩. তাওহীদের প্রতি আহবান।

৪. জুমা' ও ঈদের নামাজের জন্য দারুল ইসলামের শর্তারোপ প্রদান।

৫. কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত প্রচলিত সামাজিক সমস্ত প্রথা ও উৎসবাদি পরিত্যাগের আহবান (Khan, 2007)।

১. মুসলিমদের প্রতি তওবার প্রতি আহবান

পূর্ব বাংলার মুসলিমদেরকে তাদের পূর্ববর্তী যাবতীয় পাপ কাজের জন্য তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার আহবানের মাধ্যমে তিনি তার সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করেন। এ তওবার মাধ্যমে ব্যক্তি তার বিগত জীবনের পাপ কাজ গুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ফরায়েজীদের তওবার পদ্ধতি সম্পর্কে ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান হাজী শরীয়তুল্লার প্রপৌত্র বাদশাহ মিয়ার নিকট থেকে সরাসরি অবগত হন। তাদের তওবার বাক্য ছিল, "আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে সমস্ত শেরেক, বেদাত, নাফারমানি অন্যায়, অত্যাচার করিয়াছি সমস্ত হইতে তওবা করিলাম এবং ওয়াদা করিতেছি যে .আল্লাহ কে এক বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ যথা সাধ্য পালন করিব এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর সুন্নাত তরিকা মোতাবেক চলিব" (Khan, 2007:113)।প্রথানুযায়ী পীরগন তাদের শাগরেদের হাতে হাত রেখে যে বাইয়াত পরিচালনা করে থাকেন হাজী শরীয়তুল্লাহ একে বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত করে নিষেধ করেন। তাঁর অনুসারীরা উস্তাদকে স্পর্শ না করেই বাইয়াত গ্রহন করতেন। এ ক্ষেত্রে জেমস ওয়াইজ এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,"He also prohibited the laying on of hands, which was customary at the initiation of a disciple, but required from, all ``Tauba" or penitence, for past sins, and a resolution to lead a more righteous, and godly, life for the future, ''(Wise, 1883:22)

তওবার ভাষা ও বিষয়: ফরায়েজীগন তওবা কে সহজবোধ্য ও ফলপ্রসু করতে বাংলা ভাষায় শপথ পরিচালনা করতেন। কেননা, তখন মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বহুদূরে অবস্থান করত। আরবী, ফার্সী বা উর্দু ভাষা তাদের জন্য দূরহ ছিল। এমনকি ইসলামের মূল বানী কালিমাও সঠিকভাবে উচ্চারণ করার মত লোক খুব কম ছিল। তৎকালীন ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার বলেন, "A century ago, Muhammadanism seemed to be dying of inanition in Bengal. In the mosques, or amid the serene palace life of the musalman nobility, a few maulvis of piety and learning calmly carried on the routine of their faith. But the Musalman peasantry of Bengal had relapsed into a mongrel breed of circumcised Hindus, not one in ten of whom could recit the kalma-a simple creed, whose constant repetition is a matter of unconscious habit with all good muhammadans" (Hunter, 1888:47).

২. ইসলামের ফরজ আহকাম পালনে গুরুত্বারোপ

হাজী শরীয়তুল্লাহ দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন যে, মুসলিমগন ঈমান আমল ভুলে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করে ইসলামকে মূমূর্ষ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। কেননা পলাশী প্রান্তরে ক্ষমতা হারিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়াছে। কুসংস্কার ও দুর্নীতির কালো ছোবল সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। বাংলার আকাশে দৃশ্যমান এই কালো মেঘ দূর করতে হাজী শরীয়তুল্লাহ ইসলামের মৌলিক বিধানকে বাস্তবায়ন করা যৌক্তিক মনে করেন। দুরর-ই মোহাম্মদ এর পুথিঁতে এ কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে জানা যায়। যেমন:

সে পানি পাইল যাবে দরাক্ত ঈমান তবে
তাজা হইল হকুমে আল্লাহ।
তৈয়ব কলমা যেই ঈমানের মূল সেই
দিনে দিনে হৈল ওস্তাত্তার+
রোযা যে বাগানে কলি নামাজ তাহাতে অলি
জাকাত বুলবুল খোশ লাহান (Khan, 2007:114) ।

৩. তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়সমূহ বর্জন

তিনি মনে করেন, তাওহীদ তথা ঈমান দুটি স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত। ১. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং এর উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করা। ২. আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব হয় এমন সবকিছু পরিত্যাগ করা। তার মতে তাওহীদ শুধু মাত্র আল্লাহর একাত্ববাদের বিশ্বাসের নাম নয়। এর সাথে আমলকে যুক্ত করতে হবে, এছাড়া মুসলিমগনের কোন কাজ বা বিশ্বাসের সঙ্গে যদি নাস্তিকতা, শিরক ও বিদআত এর ন্যূনতম সংশ্লিষ্টতা থাকে তবে তা তাওহীদ বিরোধী বলে গন্য হবে। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের পূজাঁর উৎসবে চাঁদা দেয়া, পীরদের প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি, ফাতিহা অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে তিনি তাওহীদের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করে জনগনকে এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন (Faisal, 2010)।

৪. জুমা ও দু' ঈদের নামাজের জন্য দারুল ইসলাম হওয়ার উপর শর্তারোপ

বৃটিশরা যখন সমগ্র ভারতের শাসনভার নিয়ে নেয় তখন আলিমগণ তৎকালীন সর্বোচ্ছ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দিল্লীর শাহ্ আবদুল আজীজের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফলে তৎকালে ভারতের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন সমূহের মুসলিমগন জুমা' ও ঈদের নামাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। বৃটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের মতে, " ওহাবীগন ধর্মীয় আবেগে ভারতকে দারুল হা'রব আখ্যায়িত করে এবং শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। এছাড়া তারা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে, শুক্রবারের নামাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে" (Hunter, 1888:142-143)।

'মিসর আল জামি' হওয়ার শর্তারোপ

হাজী শরীয়তুল্লাহ এই ফতুয়াকে সমর্থন করে বৃটিশ আমলে এই দু'ধরনের নামাজ স্থগিত ঘোষনা করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুসারীগণও এ ব্যাপাারে কঠোরতা আরোপ করেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান গঠন হলে তারা পুনরায় এ নামাজ সমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরায়েজীগন হানাফী মাযহাফ অনুযায়ী ঈদ ও জুমা'র নামাজ বৈধ হওয়ার জন্য 'মিসর আল জামি' হওয়ার শতার্রোপ করেছেন। অর্থাৎ এমন স্থান যেখানে মুসলিম সুলতান দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক ও বিচারক উপস্থিত থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় এমন স্থান ছিল বিরল (Khan, 2007)।

ড. নূহ-উল আলম লেলিন এর বক্তব্য

হাজী শরীয়তুল্লাহর ঈদ ও জুমার নামাজ স্থগিতের ঘোষণা মূলত অমুসলিম ভিনদেশী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন করে তোলার ঘোষণা। কেননা জুমা' বা ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মুসলিম প্রশাসকের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের চেতনাকে আঘাত করলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তাদেরকে বুঝালেন ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ন ইবাদাত সমূহ বাস্তবায়ন করতে হলে আগে হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে ডঃ নূহ-উল আলম লেলিন এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,"উনিশশতকে পশ্চিমবঙ্গে তিতুমীরের সশস্ত্র উত্থানের চেয়েও অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল পূর্ববাংলার ফরায়েজী আন্দোলন। বিশেষ করে পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তার ছেলে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে শোষিত-বঞ্চিত কৃষক, তাঁতী ও অন্যান্য নিম্নবর্গীয় মুসলিমদের এক প্রবল ধর্মাশ্রয়ী ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী সংস্কার আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারী শোষন বিরোধী জাগরণে পরিনত হয়েছিল। শরীয়তুল্লাহ এই ফতুয়া দেন 'দার-উল-হরব' এ অর্থাৎ বিধর্মী শাসিত এদেশে জুমার ও ঈদের নামাজ না-জায়েজ" (Lalin, 2015:135) ।

৫. কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগের আহবান

হাজী শরীয়তুল্লাহ তার শুদ্ধীবাদী আন্দোলনে কুফর বিদ'আত এবং সামাজিক কুসংস্কার থেকেও মুসলিম সমাজকে কলুষমুক্ত করেন। সমসাময়িক উৎসগুলো থেকে সেসব কুফর, বিদ'আদ এবং কুসংস্কারসমূহ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন তৎকালে রচিত পুঁথিতে দুরর-ই মোহাম্মদ লিখেছেন,

"প্রথম হায়েজ যদি হইত কাহার
কলা গাছ গাড়িত বাড়ির চারিদার।।
সে সব বেদাত এবে হইল মেছমার।।
উঠিল এসলামি সূর্য্য গগন মাজার+
হাজী শরীয়তুল্লা হেথা তশরিফ আনিয়া
দীন জারি করিলেন বাঙ্গালা জুড়িয়া+ "(Khan, 2007:125)

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের সাথে নিয়ে অধিকাংশ কুসংস্কার ও ইসলাম বিরুদ্ধ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদী বিনা বাঁধায় সমুলে উৎপাটিত করেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে রক্ষণশীল ও নিজেদের অভিজাত দাবি করা মুসলিমদের পক্ষ থেকে সমালোচনা ও প্রতিরোধের সম্মুখীনও হতে হয়। স্রোতের প্রতিকূলে গিয়েও তিনি তাঁর সংস্কার কার্যক্রমকে শক্ত হাতে হাল ধরে এগিয়ে নিয়ে যান।

কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নিম্মোক্ত কার্যবলীকে নিষিদ্ধ করেন

১. মৃত ব্যক্তির দাফন পদ্ধতিঃ হাজী শরীয়তুল্লার ফরায়েজী মতাদর্শে কবরে ফুল-ফল দেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের ফাতিহা অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তারা অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে দাফন কাজ সম্পন্ন করতেন এবং কবরকে মাটিতে সমতল করতেন। এতে ইট বা পাথর দিয়ে কোন সমাধী তৈরি করা হতো না (Taylor, 1840)।

২. বিয়ে সংক্রান্তঃ বিয়ে উপলক্ষে তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন, গায়ে হলুদ দেওয়া, বর-কনের পোষাক সংক্রান্ত বাড়াবাড়ি, আনন্দ মিছিল ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করলেন। এর বিপরীতে বিয়ের

সময় সাক্ষীগনের উপস্থিতিতে সুন্দর পোষাকে বর-কনেকে উপস্থিত করে বিবাহের ব্যবস্থা করা এবং বিবাহোত্তর ওয়ালিমার মাধ্যমে আত্মীয় স্বজনকে আনন্দঘন পরিবেশে আপ্যায়নের সু-ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন (Taylor,1840)।

৩. জামা কাপড় সংক্রান্ত: হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে ধুতির পরিবর্তে লুঙ্গী বা পায়জামা পড়তে বলেন। কেননা, ধুতি হিন্দুদের জাতীয় পোশাক। তাই মুসলমানদের এক বর্জন করা উচিৎ। তাঁর মতে, পায়জামা বা লুঙ্গী নামাজের সতর ঢাকার জন্য বেশি উপযুক্ত। কিন্তু যদি কাউকে প্রয়োজনে ধুতি পরিধান করতেই হয় তবে সে যেন তা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে না টেনে সাধারন ভাবে পরিধান করে (Khan, 2007)।

৪. দাই প্রথার সংস্কার: নবজাতক সন্তানের নাড়ি কর্তনকারী মহিলাদের দাই বলা হত। দাইদের কাজকে সমাজে নিম্ন মানের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হত। অভিজাত হিন্দু এবং মুসলিমগন প্রয়োজনের সময়েও নাড়িকর্তনের কাজটি দাইদের জন্য রেখে দিত। এতে প্রসূতি মায়ের দূর্দশার সীমা থাকতো না। কারন দাই এর সংখ্যার সল্পতার জন্য তাদেরকে সব সময় পাওয়া যেত না। হাজী শরীয়তুল্লাহ এই কঠিন সময়ে এগিয়ে আসেন। তিনি নবজাতকের নাড়িকাটার জন্য একক ভাবে দাইকে ব্যবহার করার নিন্দা করে এপ্রথাটি প্রতিবেশি হিন্দুদের থেকে এসেছে বলে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি পরিবার বা গ্রামের বয়োজেষ্ঠ মহিলা কিংবা প্রয়োজন হলে নবজাতকের পিতাকে ও নাড়ি কাটার অনুমতিদেন। (Khan, 2007) জেমস ওয়াইজ বলেন,"It is a curious fact that none of these new ideas exited much opposition, But on his promulgating the dogma that it was a deadly sin, and one drived from the hindus, to allow a midwife to cut the navel cord when it was the obvious duty of the father to do so, he roused a spirit of revolt which caused many to fall away." (Wise, 1883:22)

৫. জন্ম সংক্রান্ত উৎসব: হাজী শরীয়তুল্লাহশিশুর জন্মের প্রথম এবং চল্লিশতম দিনে জন্ম সংক্রান্ত উৎসব ত্যাগ করে আকীকা অনুষ্ঠান পালন করতেন। এতে পুরুষ সন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করা হত। এছাড়া শিশুর মাথা ন্যাড়া করে পিতা-মাতার সমর্থ অনুযায়ী চুলের ওজনের সমপরিমান সোনা বা রুপা অথবা এর মূল্য গরিবের মাঝে বিলি করে দিতেন।(Taylor,1840) তৎকালে একজন শিশু জন্ম নেয়ার পর অনেক গুলো অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। এতে গরমের দিনে ছয়দিন এবং শীতের সময়ে একুশদিন চাটি ঘর এর দরজায় শিশুর জন্ম উপলক্ষে আগুন জ্বালানো হত। ঘরের কোনায় বাতি জ্বালিয়ে রাখা হত। ঘর অন্ধকার হলেই অশুভ কিছু হতে পারে এই ধারণা থেকে বিরতিহীন ভাবে বাতিজ্বালানোর ব্যবস্থা করা হত। (Wise, 1883:50)

৬. বর্ণ প্রথা: হিন্দুদের বর্ণ প্রথাকে অনুসরণ করে বাংলার মুসলিমদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি হয়। আভিজাত্যের মানদন্ডে আশরাফ-আতরাফ শ্রেণীতে মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। জেমস টেইলর তাঁর গ্রন্থে ঢাকা শহরের আতরাফ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর মুসলিমদের ১৪টি ভাগে ভাগ করে দেখান যারা হিন্দু সমাজের মতই সামাজিক বৈষম্যের শিকার হত। তিনি বলেন "Several of the communities into which the lower Classes of Mohammedens are divided, according to their occoupation and employments, have assumed the character of castes and in regard to marrying and eating with each other, they are quite as exclusive as the Hindoos". (Taylor, 1840:244-245)

৭. পীরবাদ: হাজী শরীয়তুল্লাহ দেখলেন বাংলার মুসলিমগন পীরবাদে নিমজ্জিত। তারা পীরগনকে অতিমানবীয় গুনাবলীতে গুনান্বিত মনে করতেন। ধর্মান্তরিত মুসলিমগন তাদেরকে হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক জ্ঞানে ভক্তি করত। পূর্ব বাংলায় খোয়াজ- খিজির, জিন্দাপীর, গাজী, পীর বদর, পাচ পীর, সত্য পীর, গাজী-কালু ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। ড. আব্দুল করিম এর গবেষনায় এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তারমতে, মুসলিমদের পীরের ধারনায় মুসলিম ও হিন্দু উভয় উপাদানই আছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী মুসলিম হলে তাদের পূর্বের দেব-দেবীর অতি প্রকৃত শক্তির ধারনাকে পীর প্রথার সাথে মিলিয়ে ফেলে। (করিম ২০০৬)[৪১] এছাড়া পীরদেরকে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে পরিগনিত করত। পীরদের এই অতি মানবীয় রুপ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি পীর মুরিদ সম্পর্কের সীমানা নির্ধারন করেন। তিনি পীর, মুরিদ শব্দের পরিবর্তে ওস্তাদ এবং শাগরেদ শব্দ দুটিকে স্থলাভিষিক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন. "He order that the titles of ustad and shagrid, terms which did not suggest complete submission, should in future be used in the place of pir and murid, which had for agas been the respective designations of the master and his pupil". (Wise, 1883, P.22)

৮. আশূরা-মহররম: হাজী শরীয়তুল্লাহ মহররমকে পবিত্র বলে আখ্যাদেন। তার মধ্যে মুহম্মদ (সা:) এবং পূর্ববর্তী নবীগন এমাসের দশম দিন কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এদিনে আল্লাহতায়ালা আদম ও হাওয়া (আ:) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এ কারণে ফরায়েজীগন আশুরা ও তার পরের দিন রোজা রাখতেন, ইবাদাতে রাত কাটাতেন। রাসুল (সা:) এর সুন্নাহ অনুযায়ী দরিদ্রকে খাবার খাওয়াতেন। এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ন সম্পর্ক গড়ে উঠত। ইমাম হোসাইন (রা:) এর স্বরণে শাহাদাতের সৃতি রক্ষার্থে যেসব আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি এসব অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও ছিল নিষিদ্ধ (Taylor, 1140)।

কুসংস্কারমুক্ত ও বিশুদ্ধ সমাজ গড়ায় মনোনিবেশ

ধর্মীয় মতাদর্শ হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলিমদেরকে ইসলামের আদি শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে একটি কুসংস্কারমুক্ত ও বিশুদ্ধ সমাজ গড়ায় মনোনিবেশ করেন। হানাফী মতাবলম্বী হাজী শরীয়তুল্লাহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে ভিত্তি করে তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের নীতিমালা নির্ধারন করেন। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক জেমস টেইলর মন্তব্য করেন, "The profess to adhere to the strict letter of the Koran, and reject all ceremonies that are not sanctioned by it." (Taylor, 1840:248) হাজী শরীয়তুল্লা কুসংস্কার মুক্ত ও বিশুদ্ধ সমাজ গড়ায় প্রকৃত ধর্মীয় সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন।

সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলিম সমাজে উঁচু-নীচু, জাতিভেদ ও বর্ণভেদের প্রশ্রয় দেয়া এবং পেশার ভেদে কোন মুসলিমকে হিন্দু কুলীন প্রথার আদলে ঘৃনার চোখে দেখা এবং নীচু জাত মনে করা ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির বরখেলাফ বলে ঘোষণা করেন।হাজী শরীয়তুল্লাহ বিভিন্ন পেশা ও শিল্পে নিয়োজিত লোকদের কে উন্নত সামাজিক মর্যাদায় তুলে আনেন।ঝোলা, কুলু , কামার ,প্রভৃতি শিল্প কর্মীদের কে তিনি কারিগর তথা প্রযুক্তিবিদ উপাধীতে ভুষিত করেন (Fahmid, 2011:250) । উপরোক্ত মন্তব্য থেকে প্রতিয়মান হয় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সকলের প্রতি সমান আচরনের মাধ্যমে শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয়বার মক্কায় সফর ও রাসুল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখা

হাজী শরীয়তুল্লাহ ভেবে দেখলেন যে তিনি তাঁর মহান শিক্ষক তাহের চোম্বল এর অনুমতি ব্যতিত সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছেন এ বিষয়টি তাকে মানুষিক কষ্টে নিপতিত করল। তাই তিনি ১৮১৮ সালে দ্বিতীয় বার মক্কায় ছুটে যান এবং ১৮২০ সাল পর্যন্ত আরো দু বছর শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী সংক্রান্ত উপাদানগুলোতে বর্ণিত আছে যে, এ সময় তিনি একে একে তিন বার মদীনায় রাওজাতুম মিন রিয়াজুল জান্নায় প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলেন। প্রতিবারই তিনি তাকে দেশে ফিরে প্রকৃত ইসলাম প্রচার করার আদেশ করেন। এ আশ্চর্যজনক স্বপ্নের কথা তিনি তাঁর শিক্ষক তাহের চোম্বলকে জানালে তিনি তাঁকে স্বদেশে ফিরে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেন।তাই তিনি মক্কা থেকে জিদ্দা, বোম্বাই হয়ে ভারতের বিহার ও পরে বাংলায় আগমন করেন। আর ফরায়েজী আন্দোলনের বিসয় বিদ্যুত বেগে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে (Faisal, 2010: 6)।

কৃষক শ্রমিক ও তাঁতীদের দাবী আদায়

”লাঙ্গল যার জমিন তার” এ ঘোষনার মাধ্যমে বাংলার নির্যাতিতকৃষক শ্রমিক ও তাঁতীদের কে এক ময়দানে শামিল করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ”এই জমিন আল্লাহর তাই খাজনা দিব আল্লাহকে। ইংরেজ অথবা তাদের অনুসারীদেরকে খাজনা দেওয়া যাবেনা।” তা ছাড়া তিনি সরকারী খাস মহাল সমূহ দখলে এনে গরীব কৃষকদের মাঝে বন্টন করেতন। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক ও তাঁতীদের দাবী আদায়ের জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে থাকায় স্বভাবতই তারা তাদের প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত বাংলার অসংখ্য মুসলিম, তাদের প্রাক্তন ধর্মীয় পদ্ধতি ও দেবদেবীর প্রতি তাদের আকর্ষণ বজায় রাখে। তাদের কেউ কেউ সর্প দেবী মনসা, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণা রায় এবং বসন্ত দেবী শীতলার পূঁজাকে নব রূপায়নে বাস্তবে পরিনত করে। কোন কোন মুসলিমদের মাঝে শিবের পূঁজা ও পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রধান কারণ হলো, জনসাধারনের অনেকাংশের মধ্যে উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলিমরা হৃদয়াঙ্গম করে যে, তারা সত্যিকারের ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছে। তারা শিক্ষাগতভাবে নীতিভ্রষ্ট, ধর্মগতভাবে অধঃপতিত এবং রাজনীতিগত ভাবে একটা হতাশা ব্যাঞ্জক সম্প্রদায়ে অবনতি লাভ করেছে। হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রথম ব্যক্তি যিনি নিম্ন ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিমদেরকে তাদের আত্মোপলদ্ধি করতে উদ্ধুদ্ধ করেন।

আদালতে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীগণ

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সংঘাতের পথ পরিহার করে তাঁর কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তথাপি ১৮৩১ সালের ২৯ এপ্রিল ঢাকা জালালপুরের ফৌজদারী আইন সম্পর্কিত রিপোর্টে জানা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে শরীয়তুল্লাহর অনুসারী ও রামনগর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে মতান্তর বিষয়ে সহিংসতা সংগঠিত হয়েছে। এ রিপোর্টে আরো জানা যায়, এ ঘটনায় আদালত ফরায়েজীদের অভিযুক্ত করে তাদের নেতাদের এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও প্রত্যেককে দ'শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছর জেল প্রদান করা হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় এবং শান্তি রক্ষার কবজ হিসেবে এক বছরের জন্য ২০০ টাকা আমানত স্বরুপ রাখা হয় (Khan, 2007) ।

জেমস টেইলরের মতে, ফরায়েজীগন অন্যান্য মুসলিমদের চেয়ে ইসলামী অনুশাসনের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিল। ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত কোন বিষয়কে বিন্দুমাত্র ছাড় না দেয়ার প্রবণতা শহরে সহিংসতা ও হাঙ্গামার কারণ হয়ে দাড়ায়। এসব কারণে তাদের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহকে একাধিক বার পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয় (Taylor,1840) ।১৮৩১ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের একটি মামলা উত্থাপন করা হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ তখন ঢাকার নয়াবাড়ী নামক স্থানে দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত। এই মামলায় হাজী শরীয়তুল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো বাস্তব প্রমাণ না পাওয়া গেলেও ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অহেতুক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করে মুক্তি প্রদান করেন। এসব বাঁধা পরিহার করে হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরিদপুরে স্বগ্রামে ফিরে যান এবং সেখান থেকেই আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করেন।এমনি ভাবে ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), বাকেরগঞ্জ (বরিশাল), খুলনা,ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ফরায়েজী আন্দোলনের কাজ পরিচালিত হয় (Kismoty, 1988:24)।

বর্তমান বাংলাদেশের শরীয়তপুর জেলার নাম হাজী শরীয়তুল্লাহর নামে নামকরণ করা হয়। এছাড়া মাদারীপুর জেলার শিবচরে আড়িয়াল খাঁ নদের উপর ৪৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুর নাম হাজী শরীয়তুল্লাহ সেতু হিসেবে চালু করা হয়। এছাড়াও শরীয়তপুর জেলায় স্থানীয় বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তার নাম এই মহান সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহর নামে নাম রাখা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ১০ই মার্চ বাংলাদেশ সরকার ডাক বিভাগে নতুন করে হাজী শরীয়তুল্লাহর নামে ডাক টিকিট চালু করেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপনা রাস্তাঘাট ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নাম এই মহান ব্যাক্তির নামে সরকারী ও বেসরকারিভাবে নাম করণ করা হয়েছে। বিশেষ করে মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজী শরীয়তুল্লাহর নামে ছাত্রাবাস ও হল চালু করা হয়েছে।

হাজী শরীয়তুল্লাহর রচনাবলী

হাজী শরীয়তুল্লাহর হাজী শরীয়তুল্লাহর রচনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও নির্ভরযোগ্য লেখালেখি থেকে যতটুকু জানা যায়তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নিজ হাতে কোন বই লিখে যাননি। তবে তাঁর একজন খলিফাকে দিয়ে **'তরিকাতুল আহকাম'** নামে একটি বই লিখান। (Faisal, 2010:12) উল্লেখিত মন্তব্য থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পট যে, তিনি আন্দোলন কেন্দ্রিক তার জীবনের সময়কে অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু উল্লেখ্যযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা তারপক্ষে সম্ভব হয়নি। তথাপি তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারক ও বাংলার মুসলিমদের জাগরনের ক্ষেত্রে সফল ধর্মীও নেতা।

ফরায়েজী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি

১৮৩১ সাল পর্যন্ত হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁ ফরাজী আন্দোলরে দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।তার কিছুদিন পরেই বাংলার মাওলানা হাজী সাইয়্যেদ নেসার আলী ওরফে তিতুমীর ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে বহু স্থানে ইংরেজদের সংঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মাওলানা হাজী সাইয়্যেদ নেসার আলী ওরফে তিতুমীর ও ছিলেন শহীদে বালাকোট সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের একনিষ্ঠ শিষ্য। তিনি ১৮৩১ সালেই ইংরেজ দোসরদের সঙ্গে জিহাদে শরীক হন এবং শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। ঐ সময় প্রায় ১৫০০ ফরায়েজী যোদ্ধা পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে তীতুমীরের নারিকেল বাড়ীয়ায় ও সৈয়দ আহমদ শহীদের বালার্কোটে শাহাদাত বরণ করেন। (Abdul Baten, 2004:10) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

মুসলিম ও সাধারণ জনগনের উপর ইংরেজদের অমানবিক নির্যাতনের স্টীম রোলার চলছিল। এ নির্মম নির্যাতন থেকে জনগনকে মুক্ত করে সমাজে শরীয়তের বিধান ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে।

মৃত্যুঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৯৪০ সালে ২৮ ই জানুয়ারী লাখো অনুসারীকে শোকের সাগরে বাসিয়ে ৫৯ বছর বয়সে তারঁ নিজ জেলায় শরীয়তপুরে শামাইল গ্রামে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয় ।যা নদী ভাঙ্গনে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে তাঁর কবরের শিলালিপি এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে। এভাবেই ইতিহাসের এক স্বরনীয় ব্যাক্তির ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার

এদেশের মুসলিমদের চরম দূর্দিনে হাজী শরীয়তুল্লাহ বটবৃক্ষের মত ছায়া দিয়েছেন। যোগ্য অভিভাবকের মতো তাদের কাছে টেনে তাদের সমস্যা দুরীভূত করেছেন। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করে স্বাধীনতার নতুন ভোরের সন্ধান দিয়েছেন। মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিকতর ক্ষমতা হাজী শরীয়তুল্লাহর চেয়ে অপর কারো মধ্যে বেশি সাড়া জাগাতে পারেনি। তাঁর সঠিক দিকনির্দেশণা ও আদর্শ চরিত্র দেশবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দুর্যোগের দিনে সৎ পরামর্শ ও ব্যথা বেদনায় শান্তনা প্রদানকারী পিতার মতই দেশের জনগন তাকে ভালোবাসতো। অনেক কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ সফলতা পেয়েছিলেন। সে সময় পূর্ব বাংলায় মুসলিমদের মধ্যেই সাবেক, ফরায়েজী, তাইউনী এবং আহল-ই-হাদীস নামে চারটি মতার্দশ বিদ্যমান ছিল। এদের মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ সাবেক শ্রেণীর নিকট থেকে সবচেয়ে বেশি বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন ।হাজী শরীয়তুল্লাহর ঐকান্তিক চেষ্টায়ইংরেজরা এ উপমহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ রুপে পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হয় এবং উপমহাদেশের জনগন নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করে। এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে এ উপমহাদেশে ইংরেজদের কে বিতাড়নের মাধ্যমে সমাজে ইসলামী বিধি বিধান প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পাদন করেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের উচিত হবে আমাদের অতীত ইতিহাস ও হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রকৃত ভুমিকা সম্পর্কে আরো বেশি অবগত হওয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানো। এ বিষয়ে আমার লেখা বাঙ্গলার একে বারে ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আগামী দিনে যারা এ বিষয়ে আরো অধিকতর গবেষণা করবে তারা আলাদা ভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাজ সংস্কার ও জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরো যৌক্তিক গবেষণা চালিয়ে যাবে। তাহলে মুসলিম জাতি তাদের করনীয় সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে।

References

Mallick, A R. (N.D). *Ishtiaq Husain Qureshi, The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent.*

Abdul Baten, M. (2004). *Hazi Shariat Ullah o Faraizi Andolon*. Dhaka, Bangladesh: Shariatia library.

Ali, T.Q. (2018). *A local history of global capital: Jute and Peasant life in the bengal delta*. Princeton University Press.

Fahmid-ur–Rahman. (2011). *Faraeji Andolon: Atmosotter Rajniti*. Bangladesh: Sangskriti Charcha Kendra

Faisal, M.A. (2010). *Haji Shariatullah's Faraize Movement: History-Da'wah and Political Struggle*. Dhaka, Bangladesh: Shariatia library.

Huntar , W. (2006). *The Indian Musalmans*. (translated by Abdul Maudud). Dhaka, Bangladesh: Ahmed Publishing House.

Khan, M A. (1965). Faraidi Movement. Dhaka: Bangladesh Islamic Center.

Khan, M. A. (2007). *Banglay Forayeji Andoloner Etihas*, (Translated- Dr. Gulam Kibria Vuiyah), Dhaka, Bangladesh, Bangla Academy.

Khan, M.A. (1995). *Haji Shariatullah*. Dhaka: Publisher- A K M Najir Ahmad. Bangladesh Islamic Center.

Khan, M.A., (2014). "*Haji Sharitullah*"| Banglapedia, Bangladesh Asiatic Society.

Kismoty, Z.A. (1988). *Bangladesher kotipoy Alim o peer mashaikh*. Dhaka: Ifaba Prokasona.

Kismoty, Z.A. (N.D). *Azadi Andolon -a-Alim Somajer Vumika*.

Lelin, N.A. (2015). *Bangali somaj o sahitte samprodayikota o moulobad*, Dhaka, Bangladesh, Bangla Academy.

Morshid, G. (2014). *Hajar Bosorer Bangali Sogiskrity*, Dhaka, Bangladesh. Obosor Prokasona Sogostha.

Muhammad, D.H. (2004). *Banglar Samprodaik Santrasbadi Andolon (1902-1934*). Dhaka: Ridom Prokasona Sagostha.

Muhammad, N. (2015). *Bongio Mosolman Somaj o Upnibeshik Shikka Babostha o Samprodaikota*. Dhaka, Bangladesh. Jatio sahitto Prokash.

Muslim Ummah of North America (MUNA). (2015). "*Haji Shariatullah*". Muslim Ummah of North America

Siddik, M.A. B. (2004). *Upmohadeser Prokhato Alimder Rajnaitik Jibon*. Dhaka: Khosros Kitab Mohol

Taylor, J. (1840). *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca.*Culcutta, India: Military Orpan Press.

Wise, J. (1883). *Notes and Races, Castes and Trades of Estern Bengal*.London, England: Harrison and Sons.